যুগান্তর

তারিখ 28 JUL 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

জনজীবন

আজমাল হোসেন মামুন

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য তেমন সুযোগ-সুবিধা নেই বললেই চলে। ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব ডিজঅ্যাবল্ড পিপলস্ অর্গানাইজেশনের (ন্যাডপো) মতে, আমাদের এই বাংলাদেশে প্রায় ৩.৩ মিলিয়ন স্কুলে যাওয়ার উপযোগী বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের (ফোরাম) মতে, স্কুলে যাওয়ার উপযোগী প্রায় ১৬ লাখ বিভিন্ন ধরনের শিশু প্রতিবন্ধী রয়েছে।

অথচ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ ও অনুকূল পরিবেশ নেই। ২০০৫ সালে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়' গ্রন্থের তথ্যানুসারে এই দেশে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য পাঁচটি (মোট সিট ২৪০), বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি (মোট সিট ১০০), শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সাতটি (২৭০) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ তিনটি প্রতিবন্ধী মডেল স্কুল (মোট সিট ১৯০) রয়েছে। সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় একটি স্কুলে ১০ আসন হিসেবে ৬৪ জেলায় ৬৪০ জন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুর শিক্ষার সুযোগ রয়েছে।

এছাড়াও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ২০টি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের দু-তিনটি, অটিস্টিকদের জন্য চারটি এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫০টি স্কুল ও সংগঠন বা সংস্থা রয়েছে। কিন্তু এসব বেসরকারি স্কুলে শিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় নিম্নবিত্ত পরিবারের নাগালের বাইরে।

শারীরিক, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী এবং বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুরাও দেশের নাগরিক। বাংলাদেশের সংবিধানে নাগরিকের স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তায় নিশ্চয়তা বিধান রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুরা ব্যতিক্রম নয়।

২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘ আয়োজিত বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত হয় মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল্ড (এমডিজি) বা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য। এটাতে আটটি টার্গেট দেয়া হয়েছে। টার্গেটগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার ১০০ ভাগে উন্নীত করা এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপ আউটের হার শূন্যে নামিয়ে আনা। বিশ্বের ১৯৩টি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশও এই ঘোষণায় একাত্মতা প্রকাশ করে স্বাক্ষর করেছে। সেখানে ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় শিশুদের নিয়ে একটি সনদ বা নীতিমালা। সনদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৫৪টি ধারা। ২৩নং ধারায় প্রতিবন্ধী কিংবা শারীরিকভাবে অচল শিশুদের সুন্দর জীবনযাপনে সব রকম সহযোগিতা করার কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ব্যাপারে কোন সনদ উল্লেখ নেই। সব ধরনের শিশু অধিকার রক্ষাকল্পে ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘের এক প্রস্তাবে, বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর একদিন 'শিশু দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে সে অনুযায়ী প্রতি বছর ৭ অক্টোবর 'বিশ্ব শিশু দিবস' এবং ২৯ সেপ্টেম্বর 'শিশু অধিকার দিবস' পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ শিশু তহবিল 'ইউনিসেফ'-এর গৃহীত সনদের আলোকে ১৮ বছরের কম বয়সীদের শিশু হিসেবে গণ্য করা হয়। সেখানে এসব শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-কারখানায় কর্মী হিসেবে কাজ করাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে দেখতে পারে :

১. দেশের সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিবন্ধী শিশুদের পাঠদান পদ্ধতির কৌশল সম্পর্কে বাধ্যতামূলক একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. বিশেষ শিক্ষায় সাত বছর মেয়াদি শিশুদের প্রাক বিদ্যালয় ও প্রাক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণসহ যেসব পাঠ্যসূচি রয়েছে তার সংশোধনী এনে আধুনিকায়ন করার মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী শিশুদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে। এমনকি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রশ্নপত্র সরবরাহ ও তাদের উত্তরপত্র ব্রেইল পদ্ধতিতে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যেসব শিশু শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে লিখতে অক্ষম, তাদের জন্য একজন সহযোগী গ্রহণের অনুমতি দিতে হবে।

৪. যদি কোন প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রী প্রতিবন্ধিতার কারণে এক বা একাধিক বিষয় অধ্যয়নে অসমর্থ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. সাধারণ শিশুদের সঙ্গে একই শ্রেণীকক্ষে প্রতিবন্ধী শিশুদের অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৬. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনচিত্র এবং সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজ পরিচিতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে যথাযথ প্রবন্ধ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সংযোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক অনুষ্ঠান, ফিচার, উন্নয়ন সংবাদ এবং প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহজভাবে যাতায়াতের জন্য সহায়ক ব্যবস্থা করা। যেমন : রাস্তা ঢালু রাখা ও র‍্যাম্প স্থাপন করা, যাতে হুইল চেয়ার নিয়ে শ্রেণীকক্ষে সহজে প্রবেশ করতে পারে।

আজমাল হোসেন মামুন : *গবেষক*